একত্রিত তিন তালাক

ঈসা ইব্‌নে আঃ সাত্তার

http://islaminonesite.wordpress.com

بسم الله الرحمن الرحيم

একত্রিত তিন তালাক কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী প্রকৃতপক্ষে এক তালাক

আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা যদি কোন বিপদগ্রস্ত লোক উপকৃত হয় তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব। আল্লাহ আমাকে তৌফিক দিন।

এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া অসিদ্ধ হারাম। আর অসিদ্ধ কাজও অসিদ্ধ বস্তু আল্লাহ গ্রহণ করেন না। যেমন পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ একবারে পড়িলে হয় না। আর অসিদ্ধ—একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকই ধরিলে স্বামী, স্ত্রী ও তাহাদের ছেলে মেয়েকে যেন মৃত্যুর আগেই কবর দেওয়া হইবে। দয়ার সাগর রহমাতুল্লিল আলামীন (সঃ) এরূপ অসিদ্ধ—একত্রিত তিন তালাককে এক তালাকই গণ্য করিয়াছেন।

আমি নিজের তরফ হইতে বেশী বলার চেষ্টা করিব না। আমি আপনাদের নিকট আল্লাহর কালামের আয়াত ও তাঁহার রসুলের কয়েকটি সহীহ হাদীস পেশ করিব ইন্‌শাআল্লাহ। ইহাতেই আপনাদের জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া যাইবে।

ঋতুর অবস্থায় তালাক হয় না

আবু দাউদ স্বীয় সুননে হযরত উমর (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ রাঃ রসুলুল্লাহ স:-এর পবিত্র যুগে তাঁহার স্ত্রীকে ঋতুবতী অবস্থায় তালাক দিয়াছিলেন। হযরত উমর (রাঃ) এই ঘটনা রসুলুল্লাহ (স:) এর নিকট ব্যক্ত করেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) আদেশ করিলেন যে, আবদুল্লাহকে বল স্ত্রীকে ফিরাইয়া লউক। আর পরিচ্ছন্ন না হওয়া পর্যন্ত উহাকে ধরিয়া রাখুক। তার পর স্ত্রী পুনরায় ঋতুবতী হউক। পুনঃ পরিচ্ছন্ন হউক। তখন ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে (বিবাহ বন্ধনে) রাখুক অথবা

http://islaminonesite.wordpress.com

স্পর্শ করার পূর্বেই তাহাকে তালাক দিক। উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারীও বিভিন্ন তরিকায় তাঁহার সহীহ গ্রন্থে রেওয়ায়াত করিয়াছেন।

উল্লিখিত হাদীসের সাহায্যে সাব্যস্ত হয় যে, নারী ঋতুবতী থাকা কালে তালাক অসিদ্ধ। আর অসিদ্ধ তালাককে রসূলুল্লাহ (সঃ) তালাকের মধ্যে গণ্য করেন নাই। এখন আল্লাহর কালামের আয়াত মনোযোগ দিয়া পড়ুন ও উহাতে গভীর ভাবে চিন্তা করুন।

সূরা তালাকের প্রথম আয়াত

হে নবী, আপনারা যখন স্ত্রীকে তালাক দিতে চান তাহাদের ইদ্দত অনুসারে তালাক দিন। স্ত্রীদের ইদ্দত হইল তিন তহর। হায়েজ উত্তীর্ণ হইবার পর স্ত্রীগণের পবিত্র অবস্থাকে তহর বলে। এই রূপ তিন তহর) এবং ইদ্দত গণনা করিতে থাকুন এবং আপনার প্রভু সম্বন্ধে সাবধান হউন। দেখুন, তালাকের পর স্ত্রীদেরকে গৃহ হইতে বাহির করিবেন না আর তাহারাও যেন স্বামী গৃহ ছাড়িয়া বহির্গত না হয়। অবশ্য যদি জোলাখুরি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা, দেখুন ইহা আল্লাহর বিধানের সীমারেখা, যে ব্যক্তি আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়, সে নিজের উপরই অত্যাচার করে। সে এ কথা অবগত নয় যে, তালাকের পরও আল্লাহ অন্য কোন পন্থা বাহির করিতে পারেন।

রাসূলুল্লাহর (সঃ) উপরোক্ত হাদীসও সূরা তালাকের আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যদি স্ত্রীকে তালাক দিতেই হয় তবে তালাক দিবেন সুস্থজ্ঞানে অর্থাৎ পবিত্র হইবার পর তাহাকে স্পর্শ না করিয়া ও ইদ্দতের সহিত। হায়েজ, নেফাস, বেহুঁশি হালতে ও রাগের বশীভূত হইয়া তালাক দেওয়া অসিদ্ধ। আর অসিদ্ধ তালাককে রসূলুল্লাহ (সঃ) তালাকের মধ্যে গণ্য করেন নাই।

শরীয়ত অনুযায়ী তালাক দেওয়ার নিয়ম

যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে গভীর ভালবাসা রহিয়াছে সেখানে তালাক তো একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। উহা একটি ভুল, আর দয়াল্ আল্লাহ তাঁহার রসূল (সঃ) এর মাধ্যমে ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তালাক হইতে পারে সেখানে যেখানে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার অভাব রহিয়াছে। যাহা হউক,

http://islaminonesite.wordpress.com

আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে তালাক দিতে উদ্যত হন, তাহা হইলে আপনার স্ত্রী হায়েজ হইতে পবিত্র হইবার পর তাহাকে স্পর্শ না করিয়া বলিবেন, তোমাকে তালাক দিলাম। এক তালাক দিলাম, দুই তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম, ইহা ভুল কথা। আর তিন তহর পর্যন্ত তাহাকে নিজ বাড়ীতেই রাখিবেন কিন্তু তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবেন না, আর এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে খুব ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিবেন ইহাকে ছাড়া আপনার অসুবিধা হইবে কি না। তিন তহর আসিলে আপনি তাহাকে রাখিতেও পারেন না হয় তাহার প্রাপ্য দিয়া তাহাকে বিদায় দিবেন। ইহা আপনার তালাক দেওয়া হইয়া গেল, ইহাই ইদ্দতের তালাক। আপনাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক, এরূপ কিছুই বলিতে হইবে না। আপনার স্ত্রী চির-কালের মত বিদায় হইয়া গেল। মাঝে এক তহর, দুই তহর, বা তিন তহরে আপনার স্ত্রীকে যদি স্পর্শ করেন তাহা হইলে আপনার স্ত্রীর তালাক হইল না—আপনার স্ত্রী আপনারই রহিয়া গেল। এইরূপ অধিকার আল্লাহ আপনাকে দুইবার দিয়াছেন। তৃতীয়বার এরূপ করিলে তাহাকে লইয়া আর সংসার করিতে পারিবেন না। ইহাই সূরা তালাকের মর্ম।

হয়ত আপনার স্ত্রী সামান্য একটা অপরাধ করিয়াছে যাহার ফলে আপনি উত্তেজিত হইয়া আপনার স্ত্রীকে একই সংগে তিন তালাক দিয়া আপনার স্ত্রী সহ সকল আত্মীয়-স্বজনকে বিপদে ফেলিয়া দিলেন বলি এরূপ অধিকার আল্লাহ আপনাকে দিয়াছেন কি? নিশ্চয়ই দেন নাই। আপনি সূরা তালাক আবার পড়ুন। দয়াময় আল্লাহ, তিনি বিশেষ কারণে নিজ বান্দাদের জন্য তালাকের ব্যবস্থা রাখিয়াছেন কিন্তু সাধারণ ভাবে তিনি তালাক মোটেই চান না। এই জন্য তিনি স্ত্রীদের তিন হায়েজের দীর্ঘ সময়ের ইদ্দতের ব্যবস্থা দিয়াছেন। আবার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাহাকে গৃহেই থাকিতে বলিয়াছেন। ইহার পরও আল্লাহ বলিয়াছেন, সে একথা অবগত নয় যে, তালাকের পরও আল্লাহ অন্য ব্যবস্থা করিতে পারেন।

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাঁহার নির্বোধ বান্দাদের উপর তালাক দেওয়ার ব্যাপারে শক্ত ব্যবস্থাগুলি এই জন্যই আরোপ করিয়াছেন যাহাতে উক্ত আদেশগুলি পালনও করিতে না পারে, তালাকও না হয়। কেননা

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ তা'য়ালা তালাক মোটেই পছন্দ করেন না। আর তাঁহার বান্দাগণও তালাকের পর মহা চিন্তায় ও বিষাদে পড়িবে ইহাও তিনি জানেন।

তালাক দেওয়ার ব্যাপারে আপনি একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন

স্মরণ রাখিবেন, তালাক দেওয়ার ইদ্দত হইল তিন তহর। আপনি আপনার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার তিন তহরের ভিতরে যে কোন সময়ে আপনার স্ত্রীকে বিনা বিবাহে ফিরাইয়া লইতে পারিবেন, এই ঘটনায় এক তালাক দেওয়া গণ্য হইবে। কিন্তু যদি তিন তহর শেষ হইয়া যায় তখন আপনার স্ত্রীকে আর ফেরত লইতে পারিবেন না। কেননা তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। আপনার স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ তালাক হইয়া গেল। সে এখন অন্য স্বামীকে বিবাহ করিতে পারিবে। আপনি যদি তিন তহরের ভিতরে আপনার স্ত্রীকে ফেরত লইয়া থাকেন, তবে আপনার জীবনে আপনার স্ত্রীকে আরও একবার তালাক দিতে পারিবেন ও তিন তহরের যে কোন এক সময়ে বিনা বিবাহে ফেরত লইতে পারিবেন। এই দ্বিতীয় ঘটনায় আপনার স্ত্রীকে দুই তালাক দেওয়া গণ্য হইবে। কিন্তু তিন তহর শেষ হইলে অর্থাৎ তিন তহরের পর হায়েজ হইলে তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া গেল। এখন আপনার স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ তালাক হইয়া গেল, সে এখন অন্য স্বামীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

মহাজ্ঞানী ও দয়াময় আল্লাহ তা'য়ালার তাঁহার অনুতপ্ত বান্দাদের প্রতি আর একটি দয়া

পাঠ করুন, সূরা বাকারার ২৩২ আয়াত—

"তোমরা স্ত্রীকে যদি তালাক দাও আর তাহাদের ইদ্দত শেষ করিয়া ফেলে তাহা হইলে তোমরা স্ত্রীদের পথে তাহাদের স্বামীদের সহিত বিবাহিত হইতে বাধা সৃষ্টি করিও না, অবশ্য যদি তাহারা সততার সহিত সম্মত হয়, তবেই। তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, শুধু তাহাদিগকে এই উপদেশ প্রদত্ত হইতেছে। তোমাদের জন্য এই

http://islaminonesite.wordpress.com

বিধান মলিনতা-বিমুক্ত ও সুন্দর। বস্তুতঃ যাহা উত্তম তাহা আল্লাহ অবগত আছেন, তোমরা অবগত নও।

এই আদেশ নাযিল হইয়াছে ঐ পুরুষ সম্পর্কে যে তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে এবং পুনর্মিলনের পূর্বে ইদ্দত শেষ হইয়া গিয়াছে। অথচ পুরুষ তাহার সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে চায় আর স্ত্রীর ইচ্ছাও তাহাই, কিন্তু স্ত্রীলোকটির অভিভাবকেরা সেই বিবাহে বাধা হইয়া দাঁড়ায়—ফতহুল বারী (৮) ১৩৩ পৃঃ।

ইমাম বুখারী তাঁহার সহীহ গ্রন্থে হাসান বস্‌রীর মাধ্যমে মা'কেল বিনে ইয়াসারের ঘটনা রেওয়ায়াত করিয়াছেন যে, তাঁহার ভগ্নিপতি মা'কেলের ভগ্নিকে তালাক দেন এবং ইদ্দত শেষ হইয়া যায়। তাঁহার ভগ্নিপতি পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব দিলে মা'কেল প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

অনেক আলেম বলিয়া থাকেন প্রথম তুহরে এক তালাক, দ্বিতীয় তুহরে এক তালাক ও তৃতীয় তুহরে আর একটি তালাক দিয়া বিদায় করিতে হইবে।

এই নিয়মে তালাক দিলে তালাক সংঘটিত হইল ঠিকই, কিন্তু আল্লার উপরোক্ত আয়াতের অনুগ্রহ লইবার অর্থাৎ তাহাদের সরাসরি পুনর্বিবাহ করিবার আর সুযোগ থাকিল না।

আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ অবগত হউন

দেখ, মাত্র দুইবার তালাক দিয়াই স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে বিনা বিবাহে ফিরাইয়া লইতে পার। অতঃপর হয় উক্ত নারীর সহিত উত্তম রূপে সংসার নির্বাহ কর অথবা উত্তম রূপে বিচ্ছেদ। আর যে বিবাহ যৌতুক তোমরা নারীদের দিয়াছ তাহার কিছুই গ্রহণ করা তোমাদের জন্য হালাল নহে। দেখ, এগুলি আল্লাহর বিধান, তোমরা কদাচ এগুলি লংঘন করিও না, যাহারা আল্লাহর নির্দ্ধারিত বিধানের সীমা লংঘন করে তাহারাই অত্যাচারী, যদি তৃতীয় বারেও পুরুষ স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহা হইলে সে স্ত্রী অতঃপর তাহার জন্য আর হালাল হইবে না—যতক্ষণ না অন্য পুরুষের সহিত বিবাহিতা হয়। (বাকারাহ ২২৯ ও ২৩০ আয়াত)

উক্ত আয়াতের শেষের কথাটি হইতে কিছু লোকের পদস্খলন ঘটিয়াছে। তাহারা টেম্পোরারী ঠিকা বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া

http://islaminonesite.wordpress.com

'প্রায়শ্চিত্তের' মাধ্যমে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরাইয়া লইবার পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু আয়াতে অন্য স্বামীর সহিত স্বাভাবিক ভাবে বিবাহ অতঃপর উক্ত স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্তা হইলে কিংবা বিধবা হইলে পূর্ব স্বামীর সহিত পুনর্বিবাহিত হইতে পারে—এই কথা বলা হইয়াছে। এই আয়াত হইতে ঠিকা বিবাহের নির্লজ্জ পথ অবলম্বন করার কোনই অবকাশ নাই। কেননা যাঁহার উপর এই আয়াত নাযিল হইয়াছে তিনি তাঁহার পাক জবানে অস্থায়ী সাজানো বিবাহের জঘন্য পন্থাকে 'ভাড়াটিয়া পাঁঠা' দেখানোর কাজ বলিয়া উক্ত পন্থার আশ্রয় না লওয়ার জন্য কঠোর ভাষায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

(ইবনে মাজাহ— ১৪০ পৃঃ)

সহীহ মুসলিম শরীফের একটি হাদীস

আবদুল্লা বিন আব্বাস (রা:) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) এর পবিত্র যুগে আর হযরত আবু বকরের সময়ে আর হযরত উমরের খেলাফতের দুই বৎসর কাল পর্যন্ত একত্রিত ভাবে দেওয়া তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইত। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, যে বিষয়ে জনগণকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করিতে দেওয়া হইয়াছিল, তাহারা উহাতে তাড়াহুড়া করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় যদি আমরা তাহাদের উপর একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাকই গণ্য করার আইন জারী করিয়া দেই, তাহা হইলে উত্তম হয়। অতঃপর হযরত উমর (রাঃ) সেই ব্যবস্থাই প্রবর্তিত করিলেন।

লক্ষ্যণীয় বিষয়

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সুস্পষ্ট যে, খলীফা ও শাসনকর্তাগণের উপরি উক্ত ধরণের শাসনমূলক ব্যবস্থাগুলির প্রকৃতি সর্বদাই অস্থায়ী ও পরিবর্তন সাপেক্ষ। যে সকল ব্যবস্থা আল্লাহর গ্রন্থ ও রসূলুল্লার (সঃ) সুন্না হতে বর্ণিত এবং উক্ত দুই বস্তু হইতে গৃহীত কেবল সেইগুলিই আসল ও স্থায়ী এবং ব্যাপক আইনের মর্যাদা লাভ করার অধিকারী। সুতরাং উমার ফারুকের শাসনমূলক অস্থায়ী ব্যবস্থাগুলিকে স্থায়ী আইনের মর্যাদা দান করা আদৌ আবশ্যক নয়। পক্ষান্তরে যদি বুঝা যায় যে, তাঁহার শাসনমূলক ব্যবস্থা জাতির

http://islaminonesite.wordpress.com

পক্ষে সংকট ও অসুবিধার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং দণ্ডবিধির যে ধারার সাহায্যে তিনি সমষ্টিগত তিন তালাকের বিদআত রুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন. তাঁহার সেই শাসন বিধিই উক্ত বিদ্‌আতের ছড়াছড়ি ও বহুবিস্তৃতির কারণে পরিণত হইতে চলিয়াছে—যেরূপ ইদানিং তিন তালাকের ব্যাপারে পরিলক্ষিত হইতেছে যে, হাজারেও লাখেও কেহ কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মত স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে কিনা সন্দেহ—এরূপ অবস্থায় হযরত উমারের শাসন মূলক অস্থায়ী নির্দেশ অবশ্যই পরিত্যক্ত হইবে এবং প্রাথমিক যুগীয় ব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্তন করিতে হইবে। আমাদের যুগের বিদ্বানগণের কর্তব্য প্রত্যেক যুগের উম্মতের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং জাতীয় সংকট বিদূরিত করিতে সচেষ্ট হওয়া। গোঁড়ামি আর অন্ধ গতানুগতিকতার খাতিরে মুসলমানদিগকে বিপন্ন ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে দেওয়া উলামায়ে ইসলামের উচিত নয়।

হাফিয আবু বকর ইসমাঈলী সমষ্টিগত ভাবে প্রদত্ত তিন তালাককে শর্‌য়ী তিন তালাক রূপে গণ্য করার জন্য হযরত ফারুকের পরিতাপ ও অনুশোচনা সনদ সহকারে রেওয়ায়েত করিয়াছেন। তিনি মুসনাদে উমরে লিখিয়াছেন—

হাফেয আবু ইয়ালা আমাদের কাছে রেওয়ায়াত করিয়াছেন, তিনি বলেন, সালিহ বিন মালেক আমাদের কাছে হাদীস রেওয়ায়াত করিয়াছেন, তিনি বলেন, খালেদ বিন ইয়াযীদ আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি স্বীয় পিতা ইয়াযীদ বিন মালিকের নিকট হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি বলেন, হযরত উমর বিনুল খাত্তাব বলিলেন, তিনটি বিষয়ের জন্য আমি যেরূপ অনুতপ্ত এরূপ অন্য কোন কাজের জন্য অনুতপ্ত নই: প্রথমতঃ আমি একত্রিত তিন তালাককে তিন তালাক গণ্য করা কেন নিষিদ্ধ করিলাম না। দ্বিতীয়তঃ কেন আমি মুক্তি প্রাপ্ত ক্রীতদাসদিগকে বিবাহিত করিলাম না. তৃতীয়, অগ্নি পতঙ্গ কেন হত্যা করিলাম না উপরন্তু, যেখানে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন দেখ, তোমাদের ধর্মকে আল্লাহ কোন দিক দিয়াই অসুবিধাজনক করেন নাই। আল্লাহ আরো বলিয়াছেন দেখ, তোমাদের পক্ষে যাহা সহজসাধ্য, আল্লাহ তাহাই করিতে চান আর তোমাদের পক্ষে কঠিন তিনি সেরূপ কিছুই করিতে ইচ্ছা করেন না (২:১৮৫)

http://islaminonesite.wordpress.com

রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা মনঃপূত হইতেছে একাগ্রচিত্ত ও সহজসাধ্য ধর্মাচরণ (আহমদ, এবনে আবি শায়বা ও বুখারী)।

আর সূরা তালাকের প্রথম আয়াতের শেষ অংশে আল্লাহ বলিয়াছেনঃ সে এ কথা অবগত নয় যে, তালাকের পরও আল্লাহ অন্য কোন পন্থা বাহির করিতে পারেন। আল্লাহর এই কথা দ্বারা বুঝা যায় যে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। অনুতপ্ত ব্যক্তির জন্য তিনি পথ বাহির করিয়াছেন। আর উহা আমরা দেখিতেছি তাঁহার রসূলের হাদীসের মাধ্যমে ঃ

তালাকের একটি ঘটনা

ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালা সনদ সহকারে বলিতেছেন, হযরত আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস বলিলেন যে আব্দ ইয়াযীদের পুত্র রুকানা তাঁহার স্ত্রীকে এক সংগে তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রীর জন্য অতিশয় শোকাকুল হন। রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি উহাকে কিরূপ তালাক দিয়াছ? রুকানা বলিলেন একত্রিত ভাবে তিন তালাক দিয়াছি। রসূলুল্লাহ (সঃ) বলিলেন, এই তিন তালাক এক তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে, সুতরাং তুমি যদি মনে কর তবে উহাকে পুনরায় গ্রহণ করিতে পার। ইহাতে রুকানা তাহার তিন তালাক দেওয়া স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইলেন।

এই হাদীসটি বিশুদ্ধ, ইহা সর্ব প্রকার ত্রুটি বিমুক্ত। হাফেযুল ইসলাম ইবনে হজর বলেন, হাফেয আবু ইয়ালা মুহাম্মদ বিন ইসহাকের মাধ্যমে বর্ণিত এই হাদীসটির বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিয়াছেন। এই হাদীসটি আলোচ্য মাসআলার অকাট্য দলীল।

বিপদগ্রস্ত ও অনুতপ্ত বন্ধু! এক সঙ্গে তিন তালাক যে আসলে এক তালাক ইহা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলাম। সাবধান, মুকাল্লেদ আলেমদের ফতুয়ায় আপনার স্ত্রীকে হালালা বা ঠিকা বিবাহ দিবেন না। রসূলুল্লাহ (সঃ) এরূপ বিবাহকে ভাড়াটিয়া পাঁঠা বলিয়াছেন। (এ, মাজাহ ১৪০ পৃঃ)

আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করিলাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আল্লামা মোঃ আবদুল্লাহেল কাফী আল কুরায়শী কৃত "তিন তালাক প্রসঙ্গ" ও মাওলানা আঃ মান্নান কৃত "কুরআন ও হাদীসের আলোকে তালাকের নিয়ম বিধান" পুস্তকদ্বয়। অত্র পুস্তিকাখানি মূলতঃ তিন তালাক প্রসঙ্গ হইতে সঙ্কলন করা হইল।

সঙ্কলনে —

ঈসা ইবনে আব্দুস সাত্তার

৫২, হাজী আবদুল্লা সরকার লেন, বংশাল ঢাকা—১

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ পাক আমাদেরকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন—

"ইত্তাবেউ মা উনযিলা ইলাইকুম মির্ রাব্বিকুম অলা তাত্তাবিউ মিন্‌দুনিহি আউলিয়ায়া — (আরাফ ৩নং আয়াত)

অর্থাৎ -তোমাদের রবের নিকট থেকে যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে তারই অনুসরণ করো আর তাঁকে বাদ দিয়ে অলি আউলিয়াদের অনুসরণ করো না।

পরিতাপের বিষয় আমরা এর উল্টোটা করে চলেছি। আমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশকে অবলীলায় উপেক্ষা করে আউলিয়াদের ফতুয়া মত সকল ক্ষেত্রে আমল করে চলেছি।

আল্লাহর রসূল (সঃ) বলেছেন—'সাল্লু কামা রায়াইতুমুনি উসাল্লি অর্থাৎ—তোমরা আমাকে যে ভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামাজ পড়। কিন্তু আমরা আল্লাহর রসূলের এ কথা অমান্য করে আমাদের বাপ-দাদারা যে ভাবে আউলিয়াদের কথা মত চলেছে আমরাও সে পথকে আঁকড়ে ধরে আছি। প্রচলিত নামায আর রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর শিখানো নামাযে কত পার্থক্য তা জানতে হলে (বিনা মূল্যে) বই সংগ্রহ করে জেনে নিন।

—ঃ সৌজন্যে ঃ—

আবদুস সাবুর

নিউ গ্লোব ট্রেডার্স

২১৫, বংশাল রোড ঢাকা—১১০০

http://islaminonesite.wordpress.com